দামুড়হুদায় ১২কেজি ভারতীয় রুপার গহনাসহ আটক-১

দামুড়হুদায় ১২ কেজি রুপার গহনাসহ নাজমুল হক কে (১৯) আটক করেছে বিজিবি। রোববার সকাল ৭টার দিকে উপজেলার সীমান্তবর্তী ছয় ঘরিয়া গ্রামের সড়কের উপর থেকে এই রুপার গহনা ও একটি মোটরসাইকেল সহ তাকে আটক করা হয়। আটককৃত নাজমুল হক উপজেলার সীমান্তবর্তী নাস্তিপুর গ্রামের মৃত আক্তারুল ইসলামের ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির পরিচালক মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান আজ বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে প্রেসবিজ্ঞতিতে জানান, ভারত থেকে রুপার একটি বড় চালান আসছে এমন গোপন সংবাদের ভিতিত্বে উপজেলার বড়বলদিয়া বিওপির কমান্ডার নায়েব সুবেদার মোস্তাফিজুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ছয় ঘরিয়া গ্রামের সড়কের ধারে ওত পেতে থাকে।

এমন সময় সকাল ৭টার দিকে একটি মোটরসাইকেলে ৩জনকে আসতে দেখে তাদের গতিরোধ করে।এসময় বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে মোটরসাইকেলে থাকা তার ২জন সহযোগি পালিয়ে গেলেও নাজমুল হক কে মোটরসাইকেল সহ আটক করা হয়। পরে তার কাছে থাকা একটি ব্যগ তল্লাশি করে ১২ কেজি (১০২৮.৮০ ভরি) ওজনের ভারতীয় রুপার গহনা উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত রুপার গহনার মূল্য ষোল লক্ষ ছাপান্ন হাজার দুইশত নয় টাকা। আসামীসহ আটককৃত চোরাচালানী মালামাল দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

জীবননগরে ড্রাগ লাইসেন্স না থাকায় ৬টি ফার্মেসীতে জরিমানা

জীবননগরে ড্রাগ লাইসেন্স না থাকায় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৬টি ঔষধ ফার্মেসীর মালিককে ২৭হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়েছে।

রবিবার দুপুর ১টার সময় জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল ইসলাম জীবননগর হাসপাতাল গেটের সামনে এ অভিযান পরিচালনা করেন ।এ সময় জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সের সামনে অবস্থিত ফার্মেসীসহ জীবননগর শহরের বিভিন্ন দোকানে ঢুকে মেয়াদ উর্ত্তীন ঔষধ চেক করেন,এবং দোকানের ট্রেড লাইসেন্স ও ড্রাগ লাইসেন্স দেখেন যাদের ট্রেড লাইসেন্স এবং ড্রাগ লাইসেন্স নেই তাদেরকে এ জরিমানা প্রদান করেন।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভ’মি) মোঃ মহিউদ্দিন,চুয়াডাঙ্গা ঔষধ প্রশাসনের সহকারী পরিচালক কে এম মুহসীনিন মাহবুব।

মুজিবনগরে গাঁজাসহ এক যুবক আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুরে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ জহিরুল ইসলাম খোকন (৩৮) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

শনিবার সকালে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর কালিতলা নামক স্থান থেকে জহুরুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়। জহিরুল ইসলাম খানপুর গ্রামের মৃত রূপচাঁদ এর ছেলে।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে দারিয়াপুর এলাকায় গাঁজা বিক্রির উদেশ্যে অবস্থান করছে এমন খবর পেয়ে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের এসআই মুক্ত রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে এসআই অজয় কুমার কুন্ডু, এএসআই হেলাল উদ্দিনসহ সঙ্গীয় ফোর্স কালিতলা নামক স্থানে অভিযান চালায়।

এসময় জহুরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করার পর তার কাছ থেকে ৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেন। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আরও মাদকের মামলা বিচারাধীন আছে।

জাসদ সভাপতি কাজি আরিফ ও বাকী চেয়ারম্যান হত্যা মামলার মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী রওশন গ্রেফতার

দীর্ঘ ২২ বছর পর মেহেরপুরের গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুল বাকী হত্যা মামলার মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত পলাতক আসামী শীর্ষ সন্ত্রাসী রওশন আলীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। বুধবার রাতে রাজশাহী জেলার শাহমখদুম থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত রওশর আলী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের মৃত নায়েব আলী মন্ডলের ছেলে। তার বিরুদ্ধে জাসদ সভাপতি কাজি আরিফ ও রামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমজাদ হোসেন সহ বেশ কয়েকটি হত্যা সহ ডাকাতির মামলা রয়েছে।
র্যাব জানায়,জাসদ সভাপতি কাজি আরিফ,গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নের প্রয়াত চেয়ারম্যান আব্দুল বাকী ও রামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমজাদ হোসেন হত্যা মামলার মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত পলাতক আসামী রওশন আলী শাহমখদুম থানা এলাকায় অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাবের একটি টিম তাকে গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য: ১৯৯৯ সালের ১৩ এপ্রিল সকালে কাজিপুর থেকে মটরসাইকেল যোগে গাংনীতে আসার পথে তেরাইল এলাকায় (বর্তমান তেরাইল জোড়পুকুরিয়া কলেজ) গুলি করে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। হত্যাকান্ডের ঘটনায় নিহতের ভাই সাজ্জাদুল আলম বাদী হয়ে রওশন ও নুরু মেলেটারী সহ ১৬জনকে আসামী করে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। মামলা নং ১০ তাং ১৩/০৪/১৯৯৯ ইং। ধারা ৩২৬/৩০২। এ মামলায় ২০১৯ সালে মেহেরপুর আদালতের তৎকালিন বিচারক রওশন আলীকে মৃত্যুদন্ড ও অন্য আসামীদের বেকুসুর খালাস দিয়ে রায় ঘোষনা করে। হত্যাকান্ডের পর থেকে রওশন আলী পলাতক ছিলো।
এছাড়া ১৯৯৯ সালের কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশ চলাকালে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক জাসদের প্রতিষ্ঠাতা কাজী আরেফ আহমেদ সহ ৫ জনকে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে। মামলার বাদী ও গাংনীর কাজিপুর ইউনিয়নের প্রয়াত চেয়ারম্যান ও আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুল বাকীর ভাই সাজ্জাদুল আলম বলেন,দীর্ঘ ২২ বছর পর রওশন আলীকে গ্রেফতার করেছে এজন্য র্যাবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই

সাথে আদালতের রায় দ্রত বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছি।

মেহেরপুরে ইয়াবাসহ এক যুবক আটক

মেহেরপুর শহরের নতুনপাড়া চুলকানির মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাসুদ পারভেজ (৩০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ইয়াবাসহ আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

সোমবার সন্ধ্যার দিকে মাসুদ পারভেজ আটক করা হয়। মাসুদ পারভেজ মেহেরপুর শিশুবাগান পাড়ার কামরুল ইসলাম ওরফে খোকন এর ছেলে।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর ডিবির ইন্সপেক্টর খোন্দকার শাহ আলম এর নেতৃত্বে এসআই রুবেল আহমেদ এএসআই (নি:) আহসান হাবীব সহ সঙ্গীয় নিয়ে মেহেরপুর শহরের নতুনপাড়া চুলকানি মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাসুদ পারভেজ কে গ্রেফতার করে।

এসময় তার কাছ থেকে ১০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আরও দুটি মামলা বিচারাধীন আছে।

ঝিনাইদহে আ’লীগ এমপি’র মেয়ে নিয়ে লাপাত্তা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি

রাজনীতির মাঠে বিরোধ আছে। আছে আদর্শগত মতপার্থক্য। কিন্তু প্রেম ভালোবাসা মানে না কুটিল রাজনীতি ও আদর্শগত মতপার্থক্যের বেড়াজাল। যুগে যুগে প্রেম অমর অবিনশ্বর। তাইতো প্রেমের টানে ঘর

ছেড়েছেন ঝিনাইদহ সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য আ’লীগ নেত্রী খালেদা খানমের মেয়ে সোহেলী আহম্মদ ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি সাজেদুর রহমান পপ্পু।

তাদের এই অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানোর খবর ঝিনাইদহ শহরে টক অব দি টাউনে পরিণত হয়েছে। এ ঘটনায় সোহেলীর স্বামী বিল্লাল হোসেন লিটন বাদি হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেছেন।

জানা যায়, ঝিনাইদহ-মাগুরা সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম’র মেয়ে সোহেলী আহম্মেদ শহরের ০৩ নং পানির ট্যাংকীপাড়ায় মায়ের বাসায় থাকতেন। প্রতিবেশী ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি সাজেদুর রহমান পপ্পুর সাথে সোহেলীর পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

গত ১১ আগস্ট সন্ধ্যায় তারা অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। এ ঘটনার পর সোহেলীর স্বামী বিল্লাল হোসেন লিটন বাদি হয়ে সাজেদুর রহমান পপ্পু ও একই এলাকার তৌফিক হোসেনের নাম উল্লেখ করে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেন।

মামলায় উল্লেখ করা হয়, বেশ কয়েকদিন যাবত সোহেলীকে আসামীরা উত্যক্ত করাসহ বিভিন্ন ভাবে প্রলোভন দেখিয়ে আসছিল। ১১ আগস্ট সন্ধ্যায় সোহেলীকে পপ্পু ও তৌফিক অপহরণ করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে বিল্লাল হোসেন লিটন বলেন, প্রায় এক সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও আমার স্ত্রীকে পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি।

সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপি খালেদা খানম বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, তার রানৈতিক প্রতিপক্ষ তার অবস্থান ও সম্মান ক্ষুন্ন করার জন্য মেয়েকে অপহরণ করেছে। তিনি তার মেয়ের জীবন নিয়ে আশংকা প্রকাশ করে আবেগজড়িত কন্ঠে জানান, অপহরণের পর তার মেয়ে বেঁচে আছে কিনা তা নিয়েও আমি শংকিত। তিনি তার মেয়েকে অক্ষত ভাবে উদ্ধারের দাবী জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এমদাদুল হক বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের অবস্থান নিশ্চিত সনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। তবে এটি অপহরণ নাকি প্রেমের সম্পর্কের জের ধরে স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়েছেন তা সোহেলীকে উদ্ধারের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে। মামলাটি ঝিনাইদহ সদর থানার এসআই আজিজুল ইসলাম তদন্ত করছেন।

উল্লেখ্য, মহিলা এমপির কন্যা সোহেলীর ১০ বছরের একটি মেয়ে রয়েছে।

তিনি সম্প্রতি ঝিনাইদহ সিদ্দিকীয়া আলীয়া মাদ্রাসায় চাকরীও নিয়েছেন। অন্যদিকে সাজেদুর রহমান পপ্পুর স্ত্রী শৈলকুপার একটি ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক। এই দম্পত্তির ও সন্তান রয়েছে।

ছাত্রীকে বাড়িতে একা পেয়ে ধর্ষণের চেষ্টা, যুবক গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে কলেজছাত্রীকে (১৯) ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত রোববার দুপুরে ছাত্রীর বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল সোমবার কুমারখালী থানায় আসামির বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার মামলা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত যুবক গাফফার হোসেন (২০) শিলাইদহ ইউনিয়নের বেলগাছি গ্রামের মুসা মন্ডলের ছেলে। সে অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র।

পুলিশ ও এজাহার সূত্রে জানা যায়, দুপুর ১২ টার দিকে বাড়িতে কেউ না থাকা অবস্থায় ওই ছাত্রী ঘরের দরজা খোলা রেখে শুয়ে ছিলো। এসময় গাফফার তাদের বাড়িতে আসে এবং ছাত্রীকে একা পেয়ে তাকে জাপটে ধরে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে।

ছাত্রীটির চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে গাফফারকে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে দুজনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে ওই ছাত্রীর ভাই বাদী হয়ে গাফফারের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন।

এ ব্যাপারে কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক পুলিশ পাঠিয়ে দিয়ে গাফফার নামের যুবককে থানায় আনা হয়। পরে ছাত্রীটির বড় ভাই ধর্ষণচেষ্টার মামলা করেছেন।এবং আটককৃত যুবককে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ, আটক-১

আলমডাঙ্গায় বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে স্বামী পরিত্যক্তাকে ধর্ষণের অভিযোগে সালাম (২৯) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার আলমডাঙ্গা শহর থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে আটক করে।

আটকৃত ধর্ষক আব্দুস সালাম আলমডাঙ্গা হারদি ইউনিয়নের প্রাগপুর গ্রামের ইয়াছিন আলি মাস্টারের ছেলে।

এজাহার সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের বড়বোয়ালিয়া গ্রামের লিয়াকত আলির মেয়ের স্বামী গত কয়েক বছর পূর্বে মারা যায়। এরই কারণে ওই মেয়ে তার পিতার বাড়ি বড়বোয়ালিয়া গ্রামে বসবাস শুরু করে।

প্রাগপুর গ্রামের ইয়াছিন আলি মাস্টারের ছেলে আব্দুস সালামের নানা বাড়ি বড়বোয়ালিয়ায়। তাদের দুজনের বাড়ি পাশাপাশি হওয়ায় সালামের সাথে স্বামী হারা ওই মেয়ের সাথে পরিচয় হয়। সালাম গোপনে ওই মেয়ের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে প্রেম সম্পর্ক গড়ে তোলে।

স্বামীহারা ওই মেয়ের সাথে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে বিভিন্ন সময় দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। দীর্ঘদিন গোপনে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার পর ওই মেয়ে আব্দুস সালামকে বিবাহের জন্য জানানো হলে সে বিভিন্ন টালবাহানা করতে থাকে। গত কয়েক দিন পূর্বে আবারো সে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

এ ঘটনায় ওই স্বামীহারা মেয়ে আলমডাঙ্গা থানায় হাজির হয়ে আব্দুস সালামের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে ধর্ষণ মামলা দায়ের করে।

জীবননগরে পারিবারিক কলহে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর আত্মহত্যা

জীবননগরে পারিবারিক কলহে এক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী আত্মহত্যা করেছে। রবিবার বেলা ১১টার সময় জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের হাবিবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রিয়াজুর রহমান রুপো (৪০)। হাবিবপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মজিদের ছেলে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, রুপো জন্মগতভাবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। সে প্রায়ই সংসারে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বাকবিতন্ডা করতো। রবিবার সকালে পারিবারিক কলহ হলে সে রাগান্বিত হয়ে বাড়ী থেকে চলে যায়।

পরে বেলা ১১টার দিকে পাশ্ববতী মাঠে গাছের ডালে রশি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। পরে জীবননগর থানা পুলিশ খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করেন।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন ,সে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী তার পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকায় জীবননগর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

দর্শনায় ২০ লিটার বাংলা মদ উদ্ধার, আটক ১

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২০ লিটার বাংলা মদ সহ একজনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানায় রবিবার রাত ১০ টার দিকে মাদক বিরোধী অভিযান চালায় দর্শনা রেল বাজার কাঁচা পট্টিতে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান কাজলের নেতৃত্বে এস আই আঃ রহমান এস আই মোস্তফা কামাল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্স সহ অভিযান চালায় দর্শনা রেল বাজার কাঁচা পট্টিতে।

এ সময় পুলিশ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়ের দর্শনা থানার আক্ন্দবাড়িয়া গ্রামের রবিউলের ছেলে বাংলা মদ ব্যাবসায়ী খলিল(৩৫) কে গ্রেফতার করে।

এ ঘটনায় এস আই আঃ রহমান বাদি হয়ে অজ্ঞাত দুইজন সহ তিন জনের বিরুদ্ধে দায়ের করেছে মামলা।

তাকে মাদক আইনে মামলাসহ কোট হাজতে প্রেরন করেছে।